জগতের আনন্দযজ্ঞে - জগদানন্দ বড়ুয়া

অজয়দাশ গুপ্ত

সিডনি ফিরে আসার পর পরই খবর পেলাম সঙ্গীতজ্ঞ, লেখক, শিল্পী জগদানন্দ বড়ুয়া প্রয়াত হয়েছেন। পরিনত বয়সে বটে, কিন্তু এ মৃত্যুর ক্ষতি অপূরনীয়। সেই কবেকার কথা, সার্সন রোডের বাদাম, বট ও বিশাল বৃক্ষরাজি শোভিত ছায়া ঘন পথের এক প্রান্তে দৃষ্টি নন্দন বাড়ী । এক বিকেলে অর্থাৎ দুপুরের পর পর প্রয়াত সাংবাদিক সুখেন্দু ভট্টাচার্য ও কবি সাংবাদিক তরুন দাশ গুপ্তের সাথে ঐ বাড়ীতে প্রথম পর্দাপন । মাত্র দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ন তখন, দরজায় ক্রমাগত ধাক্কার পর দরজা খুলে বেড়িয়ে এলেন এক ভদ্র লোক। বুক বাঁধা হাফ হাতা গেঞ্জী কপালে চিবুকে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা। প্রথম দর্শনেই, এক ধরনের সুখানুভূতি কাজ করে তেমনি প্রসন্ন চেহারা । সুন্দর চেহারা প্রশান্ত অয়বয় তুলনা বিরল। এক লহমা মাত্র, অতঃপর আড্ডার স্রোত গড়ালো রাত অবধি। অসাধারন বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এক অনুপম ভান্ডার । হেন কোন বিষয় নেই - জ্যোতিষ শাস্ত্র থেকে সঙ্গীতের উচ্চ মার্গ, শিল্প থেকে রমণী। দিল খোলা হাসি আর শুচিবাই মুক্ত ভাষার প্রয়োগ। ঝলকে ঝলকে মূর্ত হয়ে উঠেছিলও রসবোধ। আর ফিরে তাকাতে হয়নি । আজীবন ব্যাচেলার অরুণ দাশগুপ্তের বৌদ্ধমন্দিরের বাসায় নিরন্তর আড্ডা প্রবাহে দেখেছি তাঁর জ্ঞানে বাংলাদেশের নাচ, গান, যন্ত্রানুষঙ্গ শিল্প কল্পনায় তাঁর দক্ষতা যার অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ হয়েছি ক্রমাগত। প্রচার বিমুখ এই শিল্পীর জলতরঙ্গ বাদন শোনার সুযোগ হয়েছিল একবার। আমাদের দেশে জল তরঙ্গের মত বাদ্য যন্ত্রের একক শো এখনো অকল্পনীয়। কিন্তু সেটাই তিনি করেছিলেন কম পক্ষে পঁচিশ বছর পূর্বে, প্রায় হাজারের মত মন্ত্রমুন্ধ শ্রোতা, দর্শক প্রান ভরে শুনেছিল সেই অপূর্ব যন্ত্রের সুর ঝংকার। কথায় কথায় কাঁসের বাটি কিংবা শব্দ তুলতে পারে এমন কোন জিনিস পেলেই জল তরঙ্গের মতো বাজিয়ে দিতেন, সঙ্গীতের ব্যাকরণে একশ ভাগ খাঁটি ও শুদ্ধ সৌম্য দর্শন এই মানুষটির জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চার পান্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর। মানা না মানা ব্যাক্তিগত ব্যাপার কিন্ত তাঁর বলার ভঙ্গী ও বিবরণ এড়িয়ে যাবার সাধ্য ছিল না কারো।

অনেক অনেক গুনের এক সব্যসাচী মানুষ জগদানন্দ বড়ুয়া, রমনী মোহন বলেও খ্যাতি ছিল তার, চুম্বকের মতো টানতেন। আজকের তরুণী থেকে গিন্নীর মা সব বয়সী ছাত্র ছাত্রীর এক উজ্জল শিক্ষকও বটে।

ভাবতেই বিস্ময় লাগছে তিনি আর নেই। তাঁর রেখে যাওয়া শিল্প, গ্রন্থ, অতীত আর কর্মমূখর জীবন যে কোন বাঙালির জন্য অমূল্য সম্পদ। চট্রগ্রাম তথা দেশের এই গুনময় ব্যক্তিটির তিরোধানে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা, চিরদিন আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত জগদানন্দ বড়ুয়াকে জানাই শেষ শ্রদ্ধার্ঘ।

dasguptaajoy@hotmail.com